ঝিনাইদহে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে ২৬ লাখ টাকার চেক বিতরণ

ঝিনাইদহের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে ২৬ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ওসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয়।

সেসময় জেলা পরিষদ প্রশাসক এ্যাড. এম এ মজিদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা, নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, সদর উপজেলা সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলার ৬ উপজেলার ১৬ টি মসজিদ ও মন্দির একজন অসুস্থ ব্যাক্তিকে সর্বমোট ২৬ লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়।

আয়োজকরা জানান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নিয়মিত এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে তামাকাজাত নিয়ন্ত্রন অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তরের দাবীতে মানববন্ধন

ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তরের দাবীতে ঝিনাইদহে র্যালী ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

রোববার (৫ এপ্রিল) সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে তামাকবিরোধী নারী জোট’র পক্ষ থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে

সেখানে অনুষ্ঠিত হয় মানবন্ধন। এতে জোটের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মানবাধিকার কর্মী, উন্নয়ন কর্মীসহ নানা শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

সেসময় উই’র পরিচালক শরিফা খাতুন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রনক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, মহিলা দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন, উন্নয়ন কর্মী হায়দার আলী, ব্রাক প্রতিনিধি শিপ্রা বিশ্বাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব দিন দিন বাড়ছে উল্লেখ করে বিদ্যমান অধ্যাদেশকে দ্রুত আইনে রূপান্তর করে কার্যকর বাস্তবায়নের দাবি জানান। একই সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও জনসচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে মহেশপুরের বাগদিয়া ও সামন্তা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মহেশপুরের বাগদিয়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে হযরত আলী (১৮) ও সামন্তা চারাতলা পাড়ার আনোয়ার হোসেনের ছেলে আসের আলী ওরফে রাজু (১৯)।

জানা গেছে, গত ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রী পাশের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। পথিমধ্যে সামন্তা-বাগদিয়া গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে দুই যুবক তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় পাশের একটি ফসলি খেতে। সে সময় আরও দুই যুবক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পরে ওই স্কুলছাত্রীর হাত বেঁধে ও মুখ চেপে ধরে তারা পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে শাওন নামের এক যুবক। ঘটনাটি কাউকে

জানালে ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে ওই স্কুলছাত্রীকে ভয় দেখানো হয়।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় ওই স্কুলছাত্রীর ফুফু বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ করে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পরে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে।

ঝিনাইদহে ভ্যানের ধাক্কায় পথচারী নিহত

ঝিনাইদহে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় শমসের আলী (৭৫) নামের এক পথচারী বৃদ্ধ নিহত হয়েছে।

বুধবার (১ এপ্রিল) সকালে শহরের আরাপপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শমসের আলী হরিনাকুন্ডু উপজেলার সাবেক বিন্নি গ্রামের মৃত শামসুদ্দিন মন্ডলের ছেলে। বর্তমানে তিনি শহরতলী মুরারীদহ গ্রামে ছেলে বাড়িতে থাকতেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে ছেলের বাড়ি থেকে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুরে যায় শমসের আলী। আরাপপুর এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি কলাবোঝায় ভ্যান তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, নিহতের লাশ সদর হাসপাতালের হিমঘরে রাখা আছে। পরিবার থেকে অভিযোগ দিলে ময়নাতদন্ত করা হবে।

ঝিনাইদহের ২৬ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার বাস্তবায়নে ঝিনাইদহে ২৬ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার বসন্তপুর এলাকায় এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। সেসময় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ছাড়াও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সড়কপথকে সবুজে ঘেরা রাখতে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। শেখপাড়া-লাঙ্গলবাধ সড়কের ২৬কিলোমিটার এলাকায় প্রায় ২ হাজার ৫০০চারা রোপন করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, জেলার প্রতিটি সড়কে পর্যায়ক্রমে সৌন্দর্যবর্ধক ও পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলাকে একটি নান্দনিক ও পর্যটন সম্ভাবনাময় জেলায় রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সড়ক ও জনপদ বিভাগকে স্বাগত জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এখন থেকে তারা যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করবে, সেখানে পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে তুলে

নিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক স্কুলছাত্রীকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এবং তা প্রদর্শন করে অভিযুক্তরা এলাকায় ‘উল্লাস’ করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার মহেশপুর থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেছে।

এজাহার ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় ওই স্কুলছাত্রী পাশের বাড়ি থেকে নিজের বাসায় ফিরছিল। পথিমধ্যে সামন্তা বাগদিরাইট গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে শাওন ও হযরত আলী তার মুখ চেপে ধরে পাশের একটি ঘাসক্ষেতে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে আরও দুজন যোগ দেয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, একই গ্রামের হাফেজুল ইসলামের ছেলে হযরত আলী, তরিকুল ইসলামের ছেলে শাওন এবং দিনুর ছেলে নয়ন পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় ফরিদ হোসেনের ছেলে আমিন ওই ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে রাখে যাতে সে চিৎকার করতে না পারে।
এ ঘটনায় শাওন ও আমিন মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে। ধর্ষণের পর তারা ভিকটিমকে হত্যার হুমকি দেয় এবং ঘটনাটি জানাজানি হলে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

ভুক্তভোগী ওই স্কুলছাত্রী অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে বলে, “ওরা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার পরিবারকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল, তাই ভয়ে কিছু বলিনি। কিন্তু ওরা নিজেরা সেই ভিডিও মানুষকে দেখিয়ে আনন্দ করছে। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।”
মামলার বাদী ফাতেমা খাতুন বলেন, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের ভয়ে আমরা প্রথমে চুপ থাকলেও অভিযুক্তরা ভিডিওটি লোকজনকে দেখায়। তখন বিষয়টি আমাদের নজরে আসে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে ইতোমধ্যে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।”

কালীগঞ্জে কৃষি জমিতে বিশাল আকৃতির শিলাখন্ড; ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় আকস্মিক শিলাবৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরই মধ্যে উপজেলার মালিয়াট ইউনিয়নের পারক্ষিদ্দা গ্রামে একটি বেগুন ক্ষেতে পাওয়া গেছে অস্বাভাবিক বড় আকারের একটি শিলাখন্ড, যা স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

রবিবার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র শিলাবৃষ্টি হয়। এতে বোরো ধান, বেগুন, পটল, টমেটোসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক ফজলুর রহমানের ছেলে সবুজ হোসেন জানান, শিলাবৃষ্টির পরদিন সোমবার সকালে তিনি তাদের বেগুন ক্ষেত দেখতে যান। এ সময় তিনি দেখতে পান, পাখির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেতের ওপর টাঙানো নাইলনের জালের ওপর একটি বড় শিলাখন্ড জমাট বেঁধে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রবিবার সন্ধ্যার শিলাবৃষ্টিতে আমাদের এলাকার অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষেত দেখতে গিয়ে এই বড় শিলাখণ্ডটি চোখে পড়ে। পরে সেটি বাড়িতে নিয়ে আসলে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ তা দেখতে ভিড় করেন।

স্থানীয়রা জানান, এত বড় আকারের শিলাখন্ড আগে কখনও দেখেননি তারা। বিষয়টি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব আলম রনি বলেন , মৌসুমের শুরুতে এমন শিলাবৃষ্টি কৃষকদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপজেলার বেশকিছু গ্রামে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেশি। উপজেলার মোট আবাদী ধানের ৪০ হেক্টর জমির আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এছাড়া উপজেলার ৩৮ হেক্টর ভুট্ট্রা, ১৯ হেক্টর এবং ৫ হেক্টর পাটের কিছু অংশ ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। সকালেই মাঠে কৃষি

বিভাগের পক্ষথেকে খোজ খবর নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বিশাল আকৃতির শিলাকন্ডের ছবি তিনি দেখেছেন। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থরা।

হরিণাকুণ্ডুতে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কৃষকদল নেতার মৃত্যু

এক বাচ্চা হওয়ার খবরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে স্থানীয় জামায়াত-বিএনপি কর্মীদের মধ্যে বাকবিতন্ডার জেরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের দু’পক্ষের মাঝে কথপোকথন শেষে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এসময় আবুল কাশেম নামে এক কৃষকদল নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (২৫ মার্চ) রাত সাড়ে ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাশেম হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক ও কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঈদুল ফেতরের কয়েকদিন আগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মুতালেবের ভায়ের মেয়ে হওয়ায় ফেসবুক আলহামদুলিল্লাহ বলে পোষ্ট দেয় সেই পোস্টের কমেন্ট করে একজন বিএনপি নেতা। তার এই কমেন্ট করা নিয়ে ওই গ্রামের আব্দুল আজিজ ও কৃষকদল নেতা আবুল কাশেমের বাকবিতন্ডা হয়। তারা একে অপরের চাচাতো ভাই। বাকবিতন্ডার জেরে বুধবার রাতে আবুল কাশেম ও আব্দুল আজিজ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উভয়ের পরিবারের লোকজন মারামারিতে লিপ্ত হয়। এসময় হাতাহাতির এক পর্যায়ে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান আবুল কাশেম। পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জুবায়ের বলেন আবুল কাসেম হাসপাতালে পৌছানোর মৃত্যু বরণ করেছে। বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই ইন্টারনাল হেমারেজ হতে পারে পরে তবে সেটা পোস্টমর্টেম ছাড়া জানা

যাবেনা।

কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই তাদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিলো।

এ দিকে এঘটনাকে রাজনৈতিক বিরোধ দাবি করে জেলা যুবদলে সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু অভিযোগ করেন, “স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের লোকজনের যৌথ হামলায় কৃষকদল নেতা নিহত হয়েছেন। জামায়াতের লোকজন ঝিনাইদহে গুপ্ত হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে এর আগে তারা ঝিনাইদহ সদরের কৃষকদল নেতা তরু মুন্সী হত্যা করেছে। এটা তাদেও পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা জামায়াতের আমির বাবুল হোসেন জামায়াতের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, “ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে একই পরিবারের সদ্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এক পর্যায়ে নিহত আবুল কাশেম তারই চাচা নাজের মন্ডলের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্ত এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে কোন ভাবেই জামায়াত জড়িত নয়।”

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, ফেসবুকে লেখালেখি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে বলে শুনেছি। আমি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা করেছি। চাচাতো ভাইদের মাঝে মারামারি হয়েছে, এমনটা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চাকরি ছেড়ে মুরগির বাচ্চা উৎপাদনে সফল নারী খুশি

অদম্য সাহস,কঠোর পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস-এই তিন শক্তিকে সঙ্গী করে বে-সরকারি চাকরি ছেড়ে খামার গড়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের শিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা খুশি

খাতুন। ছোট পরিসরে মাত্র ১২টি মুরগির বাচ্চা দিয়ে শুরু করা তার উদ্যোগ আজ রূপ নিয়েছে একটি সফল খামারে।

বর্তমানে তার খামারে বিভিন্ন জাতের কয়েক হাজার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে এবং সেখান থেকে প্রতি মাসে আয় করছেন লাখ লাখ টাকা

জানা যায়,জীবনের একটি পর্যায়ে স্থায়ী চাকরি থাকা সত্ত্বেও নিজের কিছু করার স্বপ্ন থেকেই খামার করার সিদ্ধান্ত নেন খুশি খাতুন।

শুরুতে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও ধৈর্য,পরিশ্রম এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমে ১২টি ব্রয়লার মুরগি দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সময়ের সাথে সাথে খামারের পরিধি বাড়ান এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগির বাচ্চা উৎপাদনের উদ্যোগ নেন। বর্তমানে তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছেন। তার খামার থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার মুরগির বাচ্চা দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হচ্ছে।

পাশাপাশি কিছু বাচ্চা বড় করে সেখান থেকেও প্রতি মাসে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি মুরগির মাংস বাজারজাত করছেন তিনি। ফলে তার খামারটি এখন একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। তার খামারে টাইগার,দেশি,ব্রাহমা,ফাহমি,তিতির,সোনালী,কালার বার্ড,টার্কিসহ প্রায় ১২ জাতের মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও পালন করা হচ্ছে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও শ্রম দিয়ে খুশি খাতুন প্রমাণ করেছেন—সাহস করে উদ্যোগ নিলে গ্রামেও তৈরি করা যায় সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত।

শুধু নিজের সাফল্যেই থেমে থাকেননি খুশি খাতুন। তার খামারে স্থানীয় কয়েকজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছেন। এর ফলে এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে। তার এই সফলতা ও সাহসিকতা দেখে অনেক তরুণ-তরুণী এখন খামার গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন।

উদ্যোক্তা খুশি খাতুন বলেন,‘শুরুটা খুব সহজ ছিল না। নানা বাধা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছে। তবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্নই তাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন,পরিশ্রম আর ধৈর্য থাকলে যে কেউ সফল হতে পারে। আমি চাই আরও বড় পরিসরে খামার গড়ে তুলতে এবং এই খাতে আরও মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করতে।’

এ বিষয়ে শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রাসেল আহমেদ জানান,খুশি খাতুন একজন পরিশ্রমী উদ্যোক্তা। প্রাণিসম্পদ বিভাগের

পক্ষ থেকে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক নির্মাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গর্ত কেটে সড়কের মাটি ভরাট, ঝুঁকিতে শতাধিক পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণ কাজে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বাইরে থেকে মাটি সংগ্রহ না করে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কেটে সেই মাটি সড়কের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সড়কের দু’ধারে বসবাসরত শতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

সরেজমিন ঘুরে ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাড়াগঞ্জ বাজার থেকে শৈলকুপা শহর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় ৫ কিলোমিটার অংশে নিয়ম না মেনে পাশের জমি থেকে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও এই গর্ত এতটাই গভীর যে, তা এখন স্থানীয়দের জন্য ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ,তাদের অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। বাধা দিলে উল্টো প্রভাব খাটিয়ে কাজ চালিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতভিটা, নষ্ট হয়েছে চলাচলের পথ, তৈরি হয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকি। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়েছে।

উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জরিনা খাতুন বলেন,’আমার একমাত্র জমিটাই শেষ করে দিয়েছে। বাড়িতে ঢোকা-বের হওয়া দায় হয়ে

গেছে। স্বামীর ভ্যান বাড়িতে তুলতে এখন দুই-তিনজন লাগে। এমন কষ্টে কখনো পড়িনি।’

একই গ্রামের আকলিমা খাতুন বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আছি। ঠিকাদারকে একাধিকবার বারণ করলেও শোনেনি।’

মাজেদা খাতুন নামে এক নারী বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। বৃষ্টি হলেই গর্তে পানি জমবে। তখন বাচ্চারা গর্তে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে আছি।’

একই অভিযোগ করেন সড়কের ধারে বসবাসরত আরও অনেকে। তাদের দাবি,কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি; বরং প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

সওজ সূত্রে জানা গেছে,সড়কটির মূল ঠিকাদার ঝিনাইদহের মিজানুর রহমান মাসুম। তার কাছ থেকে সাব-ঠিকাদারি নিয়ে কাজ করছেন শৈলকুপার বাইরপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। ৬ কিলোমিটার সড়কটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে সড়কের দু’ধারে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ২৫ লাখ টাকা।

অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে সাব-ঠিকাদার চুন্নু শেখ বলেন,’সমস্যার কথা কেউ আমাকে বলেনি। যেখানে সমস্যা হয়েছে,অভিযোগ পেলে গর্ত ভরাট করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় আমাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করার কিছু নেই। একসময় আপনার সাথে দেখা করবো। পরে এই প্রতিবেদকের অফিসে এসে তাকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা চালান চুন্নু শেখ।

সড়ক নির্মাণ কাজের মূল ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুম বলেন,‘আমার কাছ থেকে সাব ঠিকাদারি নিয়েছেন বারইপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় অনিয়ম করলেও তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।’

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন,’ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে মাটি কেটে সড়ক নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ও দাবি,নির্ধারিত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম না মেনে এভাবে জমি কেটে মাটি নেওয়া দুর্নীতিরই অংশ। দ্রুত গর্ত

ভরাট, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।